148

তারিখ ... 09 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট বৈঠকে ভিসি

চলতি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি বলেন, পরিবর্তিত শিক্ষা হবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নতুন শতাব্দীর জন্যে নিজেদের গড়ে তোলার শিক্ষা।

ভাইস চ্যান্সেলর বুধবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলর ও সিনেটের চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ভাইস চ্যান্সেলরের ভাষণের পর উক্ত ভাষণের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর মোহাম্মদ খান, প্রফেসর ইমামুল হক, আমানউল্লাহ আমান এমপি, প্রফেসর সাদ উদ্দিন, প্রফেসর এ টি এম জহরুল হক, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, প্রফেসর আতাউর রহমান, প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, নাজিম উদ্দিন আলম প্রমুখ।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ, স্বাভাবিক এবং বিকাশমান অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র-শিক্ষকসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বর্তমানে এক সহনশীল পর্যায়ে এসেছে বটে কিন্তু, এখনো রয়েছে চারদিকে ভীষণ অনিশ্চয়তা।

তিনি বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত না হলে এবং রাজনৈতিক মহলে বিপুল পরিমাণ সদিচ্ছা জাগ্রত না হলে সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই। ১৯৯৩-৯৪ সালে সন্ত্রাসের কারণে একজন ছাত্রের প্রাণহানি ও ৩ জন কর্মচারী আহত হয়েছে বলে উল্লেখ করে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন এসব মৃত্যু যেমন তাদের ব্যর্থতার নির্দশন তেমনি সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তিনি বিগত ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য একটি ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করেন।

প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ভাল খবর কাগজে ছাপা হয় না। তিনি ইতিবাচক খবর পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

আমানউল্লাহ আমান এমপি বলেন, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয় আয় বাড়ানো নয় বরং পারলে ছাত্র বেতন কমাতে হবে।

প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না বলে অভিযোগ করে বলেন, ছাত্রলীগের (ম-ই) সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলেও ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে আজ অবাধে বিচরণ করছে। সিনেট সভা আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে।